সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ০৭

প্রথম অধ্যায় : কেন মুসলিমরা হতাশায় নিমজ্জিত? ⁞ ১১

এক. বর্তমান সময়ে মুসলিমদের ভয়াবহ বাস্তবতা ⁞ ১৪

দুই. ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র ⁞ ১৭

প্রাচ্যবিদ গোষ্ঠী (Orientalists) ⁞ ১৮

পাশ্চাত্যবাদী গোষ্ঠী (Occidentalists) ⁞ ১৯

উপনিবেশবাদী গোষ্ঠী (Colonist) ⁞ ২১

কতিপয় মুসলিম শাসক ⁞ ২২

নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন মুসলিম ⁞ ২২

দ্বিতীয় অধ্যায় : যে জাতির মৃত্যু নেই ⁞ ৩১

প্রথম বাস্তবতা : সুন্নাতুল মুদাওয়ালাহ (আবর্তন নীতি) ⁞ ৩৩

দ্বিতীয় বাস্তবতা : মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন জাতি ⁞ ৩৬

তৃতীয় বাস্তবতা : যুদ্ধের প্রকৃতি ⁞ ৪০

চতুর্থ বাস্তবতা : কুরআন-হাদিসের সুসংবাদ ⁞ ৪৭

পঞ্চম বাস্তবতা : ইতিহাসের বাস্তবতা ⁞ ৫৭

ষষ্ঠ বাস্তবতা : বিরাজমান বাস্তবতা ┋ ৬৬

সপ্তম বাস্তবতা : শত্রুদের বাস্তবতা ┋ ৭২

অষ্টম বাস্তবতা : বিজয় আসে সংগ্রামের সবচেয়ে কঠিনতম মুহূর্ত অতিক্রম করার পর ┋ ৮১

নবম বাস্তবতা : আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না ┋ ৮৪

দশম বাস্তবতা : প্রতিদান বিজয়লাভের সাথে সংযুক্ত নয়, আমলের সাথে সংযুক্ত ┋ ৮৭

হে মুমিনগণ, তোমরাই বিজয়ী... ┋ ৯০

পরিশিষ্ট ┋ ৯৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছেই গুনাহ মাফ চাই এবং তাঁর কাছেই হিদায়াত তলব করি। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের নিজেদের এবং মন্দকর্মের অনিষ্ট থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

মুসলিম দেশগুলোর ওপর চোখ বুলালে দেখা যায়, অসংখ্য মুসলিম সন্তান মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়ে চরম পর্যায়ের হতাশ। মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের আশা বা স্বপ্ন কোনোটিই তাদের নেই। অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে, বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সার্বভৌমত্ব ছিল অতীত ইতিহাস। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে কখনো পাশ্চাত্য, কখনো প্রাচ্য। বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ইসলামের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

তাদের মধ্যে অনেকে মনে করে যে, ইসলাম নতুনভাবে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে বসবে ঠিক, তবে তা অনেক অনেক

বছর পরে। আমাদের, আমাদের সন্তানদের, এমনকি আমাদের কয়েক প্রজন্মের উত্তরসূরিদেরও সে দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না।

হতাশা ও নৈরাশ্যের এমন পরিবেশে মুসলিমদের জন্য ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, কাশ্মির, ইরাক, আফগানিস্তান[১] কিংবা এ ধরনের অন্যান্য সমস্যাসংকুল মুসলিম জনপদের সমস্যা সমাধান করা তো দূরের কথা, এ নিয়ে চিন্তা করাও অসম্ভব। মুসলিমদের পুনর্জাগরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাদের মন থেকে হতাশার কালিমা দূর করে সেখানে বপন করতে হবে আশার বীজ। বিশেষ করে মুসলিম যুবসমাজকে বের করে আনতে হবে নৈরাশ্যের আঁধার বন্দিশালা থেকে। তাদের মনে বিশ্বাস জোগাতে হবে যে, তাদের হাত ধরেই ইসলাম পুনরায় বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং বিশ্বনেতৃত্বের আসনে বসবে। বক্ষ্যমাণ বইটিতে আমি সে কাজটাই করার চেষ্টা করেছি।

বইটিকে আমি দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি, 'কেন মুসলিমরা হতাশায় নিমজ্জিত?' এ অধ্যায়ে মুসলিমদের হতাশার কারণসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায় সাজিয়েছি 'যে জাতির মৃত্যু নেই' শিরোনামে। সে অধ্যায়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দশটি বাস্তবতা বা তত্ত্ব তুলে ধরেছি, যার প্রতিটিই মুসলিমদের

---

১. আফগানিস্তানে ইতিমধ্যে মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করেছেন এবং শরিয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছেন। —অনুবাদক।

মনে বিশ্বাস জোগাবে যে, মুসলিম উম্মাহ কোনোদিনও চিরতরের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে না।

সবমিলিয়ে বইটিকে স্বপ্ন-দেখানো মোটিভেশনাল বই বলা যেতে পারে। কারণ এতে দেখানো হয়েছে পুনর্জাগরণের স্বপ্ন—বিশ্বজুড়ে বিজয়, নেতৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। বইটি মুসলিমদের মনে বিশ্বাস জোগাবে যে, মুসলিম উম্মাহ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাহ তাআলা অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন এই জাতিকে—যা তাঁর জন্য কঠিন কিছু নয়।

কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন অধমের এ ছোট্ট প্রয়াসকে আমার এবং আপনাদের নেক আমল হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

এবার তাহলে কথা না বাড়িয়ে নেমে পড়ি বইয়ের মূলপাঠে...

প্রথম অধ্যায়

কেন মুসলিমরা হতাশায় নিমজ্জিত?

যে জাতির হাতে কুরআনের মতো কিতাব আছে এবং রাসুল ﷺ-এর হাদিসের মতো হাদিস আছে, সে জাতির নিরাশ হওয়া সত্যিই খুব আশ্চর্যজনক। যে জাতির পেছনে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে, যে জাতির মাঝে জন্ম নিয়েছেন শত শত বীরপুরুষ, সে জাতি কী করে হতাশ হতে পারে? যে মুসলিম জাতির কাছে আছে অতুলনীয় শক্তিমত্তা ও ধনভান্ডার, সে জাতি কখনো আশাহত হতে পারে না। নিরাশা, হতাশা, আশাহীনতা কখনোই এ জাতির শান হতে পারে না। এ জন্যই তো মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

'পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়?'[২]

কিন্তু বর্তমান সময়ে বাস্তবতা ঠিক তার উল্টো। বর্তমানে মুসলিমদের ওপর আশাহীনতা, স্বপ্ন না দেখা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অধঃপতনের মহা বিপর্যয় আপতিত হয়েছে। এটি এমন এক ভয়াবহ বিপর্যয়, যার উপস্থিতিতে পরিত্রাণের আশা করা যায় না।

তাহলে বোঝাই যায়, নিশ্চয়ই এখানে মুসলিমদের হৃদয়ে এমন কিছু অনুপ্রবেশ করেছে, যেটাকে দুর্বল হৃদয় অনেক বড় কিছু মনে করে বসেছে। এ সুযোগে সে তাদের হৃদয়ে

---

২. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৫৬।

সুকৌশলে রোপণ করে দিয়েছে হতাশার বীজ। ফলে তারা পরাজয়ের শিকল ভেঙে ফেলে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার সাহস করতে পারে না। রাজ্যের নৈরাশ্য এসে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে যায়।

কী সে বিষয়, যা আমাদের হতাশার জিঞ্জিরে বেঁধে রেখেছে? কেন আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিতে পারছি না? কেন আমাদের এই অধঃপতন? আমাদের পূর্বসূরিদের সংগ্রাম, নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসন...কীভাবে আমরা পুনরুদ্ধার করব? চলুন, প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি :

আমাদের এই অধঃপতিত পরিস্থিতিতে পৌঁছানোর বেশ কয়েকটি কারণ আছে—যেগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক. মুসলিমদের দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা, আল্লাহর মানহাজ থেকে সরে আসা, আল্লাহর প্রিয় শাসনব্যবস্থা খিলাফাহকে তুচ্ছ অথবা এ যুগে অচল মনে করা এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে মিত্রতা করা।

খ. একটি জঘন্য চক্রান্ত, যা বহু বছর ধরে বোনা হয়েছে এবং উম্মাহর শত্রুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এটির পরিকল্পনায় সহযোগিতা করেছে।

এক. বর্তমান সময়ে মুসলিমদের ভয়াবহ বাস্তবতা

১. মুসলিমদের বর্তমান বাস্তবতা হলো, একের পর এক পরাজয়ের গ্লানি—যার সূচনা হয় উসমানি খিলাফতের পতনের পর থেকে। এরপর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের পতনের মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ হয়। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয়বারের মতো মুসলিমরা ইসরাইলের কাছে পরাজিত হয়; যদিও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার এ পরাজয়কে মুসলিমদের বিজয় আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যার ফলে কিছু অদূরদর্শী মুসলিম এটাকে সত্যি সত্যি বিজয় মনে করে উদযাপন করে! এরপর ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের কাছে আরবদের পরাজয় হয়—যে যুদ্ধে মিশরীয় ও সিরীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়েছিল এবং মিনিয়া, লাক্সার, হুরগাদা ও আবু সুয়ারের মতো অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরগুলোসহ সকল বিমানবন্দর গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বিজয় ছিল আরবের জন্য সবচেয়ে লজ্জাজনক পরাজয়। এরপর ১৯৮৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধে মুসলিমরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এরপর আরব-ইসরাইলের মাঝে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়। এভাবে মুসলিমরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বসবাস করে আসছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে।

২. মুসলিমদের আরেকটি বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে একের পর একের খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়া—যা মুসলিমদের শহর ও শহরবাসীর স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দিয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ ক্রমান্বয়ে নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়েছে অথবা নেতাদের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

৩. বর্তমান মুসলিমদের আরেকটি জঘন্য বাস্তবতা হলো, অশ্লীলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, নৈরাজ্য, পাপাচারের সয়লাব এবং বিধ্বংসী পাপকর্ম করে গর্ববোধ করার মতো জঘন্য মানসিকতা। একসময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর মনে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও সকল ইসলামি বিধিবিধান ও অনুশাসনের প্রতি যে সম্মানবোধ ছিল, তা আজকালকার মুসলিমদের অধিকাংশের মধ্যে নেই।

৪. বর্তমান মুসলিমদের আরেকটি ভয়ানক বাস্তবতা হচ্ছে, তারা বাইরের ও ভেতরের লোকদের চুরি, প্রতারণা, দুর্নীতি এবং কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের শিকার—যে পরিস্থিতিতে তাদের একাংশ অথবা অধিকাংশ অনাহারে জর্জরিত।

৫. বর্তমান মুসলিমদের আরেকটি মারাত্মক বাস্তবতা হচ্ছে, অর্থনৈতিক অধঃপতন, ক্রমেই ভারী হতে থাকা ঋণের বোঝা, দেউলিয়াত্ব, মুসলিম অধ্যুষিত

রাষ্ট্রগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থনীতির ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ এবং ধনী গোষ্ঠী—যাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম—ও গরিব-নিঃস্বদের মাঝে সুবিস্তৃত ব্যবধান।

৬. বর্তমান মুসলিমদের আরেকটি দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বিভাজন, মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব। এমন মুসলিম প্রতিবেশী দেশ খুব কমই আছে, যারা ভৌগলিক সীমানার জন্য অথবা ভাষা ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে পরস্পর সংঘাতে জড়াচ্ছে না। ইসলামকে কঠিনভাবে অনুসরণ করে এমন দুই গ্রুপের মাঝেও মাঝেমধ্যে অথবা প্রায় সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলে।

মুসলিমদের মাঝে বিরাজমান এই বাস্তবতাগুলো কিছু মুসলিমের মনে, বলতে গেলে অধিকাংশ মুসলিমের মনে হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে তারা মনে করতে শুরু করেছে যে, এ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে পুনর্জাগরণ শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবও বটে।

দুই. ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অনেক পুরোনো, অনেক দীর্ঘ এবং এর অনেক মাত্রা আছে। ষড়যন্ত্রের সকল মাত্রা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। এখানে আমরা ষড়যন্ত্রের মাত্রাসমূহ থেকে কেবল একটিকে নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব : তা হচ্ছে, এর বুদ্ধিবৃত্তিক মাত্রা।

উম্মাহর শত্রুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সঠিক ইসলামি চিন্তাধারা থেকে উম্মাহর চিন্তা-দর্শনকে বিচ্যুত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ফলে উম্মাহ মহাবিশ্বের বস্তুগুলো বিচার করার সঠিক মাপকাঠি হারিয়ে ফেলেছে। এই ষড়যন্ত্রের একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের হৃদয়ে হতাশার বীজ বপন করা এবং বর্তমান যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে তারা পড়ে আছে, সেখান থেকে ওঠাকে অসম্ভব মনে করার প্রবণতা সৃষ্টি করা।

শুরুতে আমরা জেনে নেব, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী লোকগুলোর পরিচয় কী?

যুগ যুগ ধরে চলা এই ষড়যন্ত্রে একাধিক গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছে :

১. প্রাচ্যবিদ গোষ্ঠী (Orientalists)

এরা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের একটি দল, যাদের অধিকাংশের হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ, হিংসা তাদের অধিকাংশের হৃদয় পুড়িয়ে দিয়েছে এবং পরশ্রীকাতরতা তাদের বেশির ভাগ লোককে অন্ধ করে দিয়েছে। ফলে তারা ইসলাম নিয়ে, ইসলামের ইতিহাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামি জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে শুরু করল। তবে ইসলাম অধ্যয়নে তাদের উদ্দেশ্য ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালনা করা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, কৌশলে ইসলামকে বিকৃত করা, অপবাদ দেওয়া এবং মুসলিমদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা।

নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে তারা অসংখ্য বই প্রকাশ করেছে এবং বিশ্বব্যাপী তাদের মতবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেক অদূরদর্শী মুসলিমের মনে তাদের বিশ্লেষণ মুগ্ধতা ছড়িয়েছে; ফলে তারা তাদের বিকৃত বিশ্লেষণকেই প্রকৃত ইসলাম মনে করে বসেছে। এভাবে প্রাচ্যবিদরা মুসলিমদের গলার কাঁটা হয়ে ওঠে।

২. পাশ্চাত্যবাদী গোষ্ঠী (Occidentalists)

প্রাচ্যবিদদের অনুসরণে আরেকটি দল সৃষ্টি হয়েছে, যাদের আমি 'পাশ্চাত্যবাদী গোষ্ঠী' বলতে পছন্দ করি। এরা মুসলিমদেরই সন্তান, যারা পশ্চিমাদের দ্বারা প্রলুব্ধ, প্রভাবিত। পাশ্চাত্যের আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যিক রূপ দেখে তাদের মন পাশ্চাত্যপ্রেমে বিভোর।

পশ্চিমারা দারুণভাবে সুযোগটি কাজে লাগায়। এ শ্রেণির লোকদের তারা অসৎ উদ্দেশ্যের হাত বাড়িয়ে টেনে নেয়। অতঃপর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে, মগজধোলাই করে তাদের মনে বসিয়ে দেয় পাশ্চাত্য চিন্তাধারা। এরপর নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয় তাদের। যাতে তারা মুসলিম জাতির সন্তানদের বিভ্রান্ত করতে পারে এবং ইসলাম নিয়ে মুসলিমদের মনে সংশয় বাঁধিয়ে দিতে পারে। তাদের আরেকটি দায়িত্ব হলো মুসলিমদের বোঝানো যে, পশ্চিমাদের অনুসরণ ছাড়া উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়।

এ জন্য তাদের অনেকে বলে, 'আমাদের রাষ্ট্রসমূহ ততদিন উন্নত হবে না, যতদিন না আমরা ভালো-মন্দ সব দিক দিয়ে লন্ডন-প্যারিসের অনুসরণ করি এবং তাদের ভালো-খারাপ সকল কিছু আমাদের দেশে নিয়ে আসি।' তাদের একজন হলেন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র ও কুরআনের হাফিজ। আজহারে পড়া শেষ করে তিনি আরও উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স যান। অতঃপর

ইসলামি রাষ্ট্রে ফিরে আসেন। এসেই এখানকার ছাত্রদের কুরআনের সমালোচনা করতে শেখাতে শুরু করেছেন। এই আয়াত শক্তিশালী, ওই আয়াত দুর্বল... টাইপের জঘন্য মন্তব্য করে নিজের জ্ঞান জাহির করতে লাগলেন।

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

'তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।'[৩]

তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, 'কুরআনে যে ইবরাহিম ও ইসমাইল عليهما السلام-এর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, তার মানে এ নয় যে, বাস্তবেও তারা ছিলেন! শুধু কুরআন দিয়ে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অযৌক্তিক; বরং এর পেছনে অবশ্যই বাস্তব প্রমাণ থাকতে হবে!'

তার ছাত্রদের তিনি এও বলতেন যে, 'মাক্কি আয়াতসমূহের চেয়ে মাদানি আয়াতসমূহ অধিক পরিপক্ব!' এমনভাবে কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য করতেন, যেন তার কাছে ইলমের বিশাল এক সঞ্চয় আছে!

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ

'তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তার ঊর্ধ্বে।'[৪]

---

৩. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৫।
৪. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১০০।